Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-III, January 2018, Page No. 54-62
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শিবপুরাণে বেদান্তভাবনা : তুলনামূলক পর্যালোচনা

মহাদেব দাস বৈরাগ্য
গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Mythology is the literature of most ordinary people. Among the Eighteenth Puranas Shivpurana is one of the main Purana. Shiva's glory was proved in Shivpurana. Shiva Purana is a philosopher thinker. Among the Indian philosophies, the theories of philosophy of Sankhya, Yoga and Vedanta etc. are referred to as Shivpurana. In this article, comparison of the theories of Vedanta Philosophy have been comapared with the theory presented in Shivpurana.

Keyword: Mythology, glory, sacchidananda, Advaitabhava, Sarvabyapaka, nada-bindu

---

বৈদিক ঋষির চেতনায় মানুষ অমৃতের সন্তান। অমৃতের অনুভূতি তার সত্তার গভীরে বিরাজমান। কিন্তু অজ্ঞানাবদ্ধ জীব তার অন্তর্নিহিত অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করতে পারে না, জাগতিক অনিত্যতাকে বুঝতে না পেরে সুখভোগে লিপ্ত হয়ে ও জন্ম-মৃত্যুতে আবর্তিত হয়। কিন্তু তার অন্তরে প্রবহমান এই অমৃত অনুভূতির আবেশ কখনও কোন এক মুহূর্তে ক্রিয়াশীল হয়, তখন সে করে অমৃতের অনুসন্ধান। যার প্রকাশ ঘটেছে শাস্ত্রবাক্যে। এই শাস্ত্র থেকে সে উত্তরণের পথে এগিয়ে চলার নির্দেশ পায়। এই চলার পথ হল সত্যদর্শনের, জীবনচর্চার। কেবল বৌদ্ধিক আলোচনা নয়, জীবনে অনুশীলনের মধ্যদিয়ে নতুন থেকে নতুনতর পথের অনুসন্ধান তার লক্ষ্য হয়। ভারতের দার্শনিক ভাবনা তাই কেবল সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, পুরুষার্থতত্ত্ব প্রভৃতি ভাবনাতেই আবদ্ধ নয়। আনন্দময় জীবনচর্যার অনুশীলনের মধ্যদিয়ে বিশ্বব্যাপী পরমকল্যাণের প্রতিষ্ঠাতেই তার পর্যবসান। এই সত্যের ভাবনা, শিবের বা মঙ্গলের অনুশীলন, সুন্দরের সাধনা মানুষকে এক উন্নততর ও মহত্তর জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মানুষের অন্তর্লোকেরএই জাগরণে সহায়ক হয়েছে বৈদিক ঋষির প্রজ্ঞালব্ধ মন্ত্র সমূহ বা বৈদিকসাহিত্য সম্ভার। বৈদিক শাস্ত্রের দুর্জ্ঞেয়তা ও পাঠের অধিকারের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিতে পুরাণসাহিত্যের আবির্ভাব। অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল ভঙ্গিতে আপামর জনসাধারণের মধ্যে বৈদিকসাহিত্যের গুঢ়তত্ত্ব ও মানবজীবনের পরমসত্যকে বিস্তারের ক্ষেত্রে পুরাণসাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য। মহাভারতে বলা হয়েছে- 'পুরাণপূর্ণচন্দ্রেন শ্রুতিজ্যোৎস্নাঃ প্রকাশিতাঃ।' পুরাণরূপী পূর্ণচন্দ্র দ্বারা শ্রুতিরপজ্যোৎস্না প্রকাশিত। বিভিন্ন কল্পকাহিনী উপস্থাপনার মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের পক্ষে হৃদয়গ্রাহী এই সাহিত্য একাধারে সাহিত্যগুণ, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন এবং সর্বোপরি দার্শনিকতত্ত্বের পরিবেশনের মধ্যদিয়ে সমগ্র বিশ্বসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্থানের অধিকারী হয়েছে। কেবল নিজসম্পদসৌকর্যে নয়, সুবৃহৎ বৈদিকসাহিত্যের দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বকে সহজতর ও বোধগম্য করার ক্ষেত্রে সহায়তা বিধান করে পুরাণসাহিত্য স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরাণ অতি সহজ, সরল ভঙ্গিতে দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছে।

দর্শন বলতে যদি প্রেক্ষণ বা পর্যালোচনা বোঝা যায় তাহলে সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে দার্শনিক ভাবনা বিশিষ্ট ভূমিকার দাবী রাখে। প্রচলিত রীতি অনুসারে দর্শনশব্দের অর্থ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান, জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবের মুক্তি, মুক্তি লাভের উপায় প্রভৃতি নিগুঢ়তত্ত্বের মধ্যে আবদ্ধ। এইসব তাত্ত্বিক বিচার বিভিন্ন পুরাণে কমবেশি উপস্থাপিত কিন্তু দর্শন বলতে যদি শুভবোধ, বিশ্বমানবের মধ্যে মঙ্গল প্রতিষ্ঠা, বহুজন কল্যাণকামনা, একত্বের ভাবনা, সত্যের দিগ্দর্শন হয় তাহলে দর্শন তাত্ত্বিক সীমায় আবদ্ধ না থেকে প্রায়োগিক বিচারে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। মানুষের অন্তররাজ্যের নিকটে এসে ধরা দেয় যেখানে পুরাণসাহিত্যের প্রবেশ অবাধ বা বলা চলে পুরাণসমূহ কথাচ্ছলে যেন মানুষের শুভবোধ জাগরণে সহায়ক হয়। শাস্ত্রীয় দুরধিগম্যতাকে জয় করে সহজ সাবলীল ভঙ্গিতে সত্যকে নিকটতর করার প্রয়াসই পুরাণকারের লক্ষ্য।

যে কয়টি পুরাণ নিজ নিজ বিষয় গাম্ভীর্যে পণ্ডিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম শিবপুরাণ। শিবপুরাণের দার্শনিকতত্ত্ব নিগূঢ় ও ব্যাপক পরিসর বিশিষ্ট। শিবপুরাণকার অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ভারতীয় দর্শনভাবনাকে স্বতন্ত্র বিচার-বিশ্লেষণ করে অভিনব রূপদান করেছেন। জগতের সৃষ্টি, লয়, পরমেশ্বরের স্বরূপ ইত্যাদি দার্শনিক বিষয় শিবপুরাণে বিস্তৃত ব্যাখ্যাত। এই ব্যাখ্যা অনুসরণে দেখা যায় কখনও তা সাংখ্যদর্শনের অনুরূপ কখনও যোগ কখনও বা বেদান্তদর্শনের সঙ্গে অভিন্ন। যদিও এই অভিন্নতা বা মতসাদৃশ্যই চূড়ান্ত নয়, শিবপুরাণকারের অভিমত ক্ষেত্রবিশেষে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অভিনব। আলোচ্য নিবন্ধে শিবপুরাণের দার্শনিক মতাদর্শের সঙ্গে বেদান্তদর্শনে উপস্থাপিত ভাবনার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মূলত শিবপুরাণের মূলগ্রন্থ, বেদান্তসূত্র ও শাঙ্করভাষ্য, উপনিষদ, বেদান্তসার প্রভৃতি গ্রন্থ অনুসৃত হয়েছে।

অদ্বৈতবেদান্তদর্শনে ব্যাখ্যাত তত্ত্বসমূহের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্ব হল পরমতত্ত্ব। এই মতে ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সৎ। 'নেতি নেতি' কল্পনার মধ্যদিয়ে ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ধারিত হয়েছে। ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে নির্বিশেষ ও নির্গুণ হলেও বেদান্তে তাঁকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপও বলা হয়েছে। এখানে সৎ, চিৎ ও আনন্দ 'নেতি'রই প্রতিরূপ। সৎ অর্থে মিথ্যার, চিৎ অর্থে জড়ের এবং আনন্দশব্দের অর্থে দুঃখের পারমার্থিক অভাবকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ 'নেতি' পদটি অভাবকে সূচিত করেছে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের বিশেষণ বিশেষ নয় বরং তা ব্রহ্মের স্বরূপ বাচক। এইজন্য তা ব্রহ্মেরই স্বরূপলক্ষণ রূপে বিবেচিত হয়েছে। পরব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানস্বরূপ দেশকালাদি সীমারহিত বলে অনন্ত। বলা হয়েছে- 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম'[১]। ব্রহ্ম দেশকালাদি উপাধিমুক্ত বলে নিরূপাধিক, বাক্, মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ও অগম্য। উপনিষদের ঋষি বলেছেন- 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ'[২]। অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্ম মন এবং বাক এর অতীত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ওঙ্কারস্বরূপেও বন্দিত- 'ওমিতিব্রহ্ম'[৩]। পরমাত্মা স্বরূপতঃ নির্গুণ হলেও বেদান্তে তাঁর সগুণভাব ও প্রকটিত। এখানে ব্রহ্মের স্বরূপ কল্পনায় বিপরীত ভাবের সমন্বয় ঘটেছে। সগুণস্বরূপে ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তি-স্থিতি ও লয়ের কারণ। বলা হয়েছে—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি।
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"[৪]

পরমাত্মা ক্ষুদ্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং মহৎ অপেক্ষায় ও মহত্তর- 'যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ'।[৫] সগুণ ব্রহ্ম মায়ারূপ উপাধি দ্বারা উপহিত। নির্গুণ ব্রহ্ম মায়াবৃত হয়ে সগুণরূপে প্রতিভাত হন। তবে বেদান্তে ব্যাখ্যাত নির্গুণও সগুণরূপ এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের ই ভাবান্তর মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ, নিত্যমুক্ত ও পূর্ণস্বরূপ। ব্যবহারিক দশায় ব্রহ্মের অবিদ্যাকল্পিত সগুণ ভেদময় রূপের প্রতীতি হলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম হলেন নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়স্বরূপ। ব্রহ্ম কারণবিহীন, কার্য্যবিহীন এবং সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদবিহীন। তাই শ্রুতিতে বলা হয়েছে- 'তদেতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্'[৬]। তিনি সর্বব্যাপক, পরিপূর্ণ বলে সর্বত্র ব্যাপ্ত 'সঃ এব অধস্তাৎ, সঃউপরিষ্টাৎ, সঃপশ্চাৎ, সঃ পুরস্তাৎ ... সঃ এব ইদং সর্ব্বম্'[৭]

বেদান্তভাষ্যকার আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্মই কেবলমাত্র পারমার্থিক সদ্বস্তু তদ্ভিন্ন সমুদয় জগৎ অসৎ বা ভ্রম। ব্রহ্ম মায়ারূপ উপাধি দ্বারা উপহিত হয়ে সগুণরূপে কল্পিত হন বলে বেদান্তের মায়াতত্ত্ব স্বতন্ত্র নয় বরং তা পরমেশ্বরে আশ্রিতা- 'অবিদ্যাত্মিকা হি বীজশক্তিঃ অব্যক্তশব্দনির্দ্দেশ্যা পরমেশ্বরাশ্রয়া মায়াময়ী মহাসুপ্তিঃ'[৮]। এখানে পরমেশ্বরের উপাধিভূতা মায়াকে অনেকরূপে কল্পনা করা হয়েছে- 'ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে'[৯]। ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান মায়ার স্বরূপজ্ঞানকে অপেক্ষা করে। তাই ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার পর মায়াতত্ত্ব আলোচনা কর্তব্য। ব্যবহারিকভাবে জগতের উৎপত্তি ও তার বৈচিত্র্য স্বীকার করার জন্য মায়াতত্ত্ব স্বীকার করতে হয়। আচার্যশঙ্কর এই মায়াতত্ত্ব স্বীকার করে কল্পিত জগতের উদ্ভব রহস্য ব্যাখ্যা করেছেন। অবিদ্যা, অজ্ঞান, অব্যক্ত, প্রকৃতি, অক্ষর, আকাশ প্রভৃতি মায়ার পর্য্যায়শব্দরূপে গৃহীত হয়েছে। মায়া বা অজ্ঞানের স্বরূপ সৎ ও অসৎ বিলক্ষণ। নির্গুণব্রহ্মজ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের বাধ হয়ে থাকে বলে তা পারমার্থিক সৎ নয়। মায়ার কার্য্যভূত দৃশ্যমান এই প্রপঞ্চের অস্তিত্ব দেখে মায়াকে অসৎ রূপেও বিবেচনা করা যায় না। মায়া সদসৎ বিলক্ষণ বলে অনির্বচনীয়, সত্ত্ব, রজ ও তম এই ত্রিগুণময়ী, যথার্থজ্ঞানবিরোধী এবং ভাবরূপ সত্তামাত্ররূপে তার অনুভব হয়ে থাকে। বেদান্তসার গ্রন্থে মায়া বা অজ্ঞানের স্বরূপ জ্ঞাপিত হয়েছে এইভাবে- 'অজ্ঞানং তু সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি।'[১০]
এছাড়া বিচিত্রকার্য্যকারিণী হওয়ায় তা মায়ারূপে এবং ব্রহ্মজ্ঞানব্যতিরেকে ক্ষরণ বা নিবৃত্তি হয় বলে তা অক্ষররূপে অভিহিত। মায়ার আবরণ-বিক্ষেপ এই দ্বিবিধ শক্তি। শক্তিদ্বয়ের সহযোগে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ আবৃত করে ভিন্নাকারে প্রতীতি ঘটায়। অবিদ্যার বা মায়ার প্রভাবে ব্রহ্মে জগৎ প্রপঞ্চের অধ্যাস হয়ে থাকে। মায়ার কার্য্যের প্রতীতি হয় বলে অদ্বৈতবেদান্ত মতে মায়ার ভাবরূপত্ব যেমন স্বীকৃত হয়েছে তেমনই তা আদিরহিত বলে তার অনাদিত্বও সমর্থিত। উপনিষদে মায়াশব্দের উল্লেখ রয়েছে সেখানে পরমেশ্বরের মায়াশক্তি থেকে জগতের উৎপত্তিও স্বীকৃত-

"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ।।"[১১]

মায়া পরমেশ্বরের শক্তিরূপা, তা প্রকৃতিপদবাচ্যা এবং মায়া তথা প্রকৃতির অঙ্গভূত কার্যসমুদয়ে এই নিখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। মায়া ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতিটি জীবভেদে পৃথকভাবে বন্ধ ও মোক্ষ ব্যবস্থা কল্পিত হয়ে থাকে। সাংখ্যের অব্যক্ত তথা প্রকৃতির মত বেদান্তের মায়াও জড়াত্মিকা। নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব নির্গুণ পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানোদয় হলে সাধকের অবিদ্যা তথা মায়ারূপ ভ্রমজ্ঞানের পারমার্থিক নিবৃত্তি ঘটে। এই জন্য সাংখ্যের প্রকৃতির মত বেদান্তের মায়া নিত্যরূপে গৃহীত হয়নি।

ব্রহ্মস্বরূপ, মায়াতত্ত্বের আলোচনার অব্যবহিত পরেই জগতের স্বরূপ আলোচনার প্রয়োজন। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রকৃতপক্ষে জগতের উৎপত্তি স্বীকৃত না হলেও ব্যবহারিকদশায় জগতের অস্তিত্ব কল্পনা করা হয়েছে। অন্ধকারদশায় রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত জগৎ সমুদয় পরমব্রহ্মের বিবর্তমাত্র। বিবর্ত হল মিথ্যা কার্য্যের প্রতীতি। অজ্ঞান বা অবিদ্যাবশতঃই ব্রহ্মে জগৎ আরোপিত। অর্থাৎ পরমাত্মা জগৎরূপে ভ্রান্তজ্ঞান হয়ে থাকে। এই দশায় মায়ারূপ উপাধিযুক্ত সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরই জগতের একাধারে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তিগণ মনে করেন। বেদান্তসার গ্রন্থে তাই বলা হয়েছে- 'শক্তিদ্বয়বৎ অজ্ঞান-উপহিতং-চৈতন্যং স্বপ্রধানতয়া নিমিত্তং। স্ব-উপাধি-প্রধানতয়া উপাদানং চ ভবতি।'[১২] মায়ারূপ উপাধির পরিণামবশতঃ পরমেশ্বরের নিমিত্তোপাদানকারণতা অভিন্নরূপে সিদ্ধ হয়। তবে পরমেশ্বরের এই জগৎ কারণত্ব এখানে আপাতরূপেই গৃহীত হয়েছে।

অধিষ্ঠানরূপ পরমাত্মার প্রকৃতস্বরূপ জ্ঞানোদয়ের ফলে মায়া তথা অজ্ঞানের যেমন নিবৃত্তি ঘটে তেমনই মায়াপ্রসূত এই ভ্রান্ত জগৎসমুদয়েরও তিরোভাব হয়ে থাকে। অর্থাৎ অদ্বৈতবেদান্তে জগতের পারমার্থিকতা স্বীকৃত হয়নি। জগৎ জড়াত্মিকা মায়ার কার্য হওয়ায় জগৎকে জড়রূপেই গ্রহণ করা হয়েছে।

জগৎ যেহেতু ব্রহ্মের বিবর্ত এবং জীব যেহেতু ব্রহ্মেরই অংশ বা ব্রহ্মাভিন্ন তাই জগতের আলোচনার পরই জীবস্বরূপের আলোচনা সঙ্গত। অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্যবহারিকদশায় জীব হল ব্রহ্মের মায়িক বিকাশ। তা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। সূর্য এক হয়েও জলাশয়াদিতে প্রতিফলিত হয়ে বহুরূপে প্রতীয়মান হয়। তেমনি ব্রহ্ম বা স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা এক ও অদ্বিতীয় স্বরূপ হয়েও অন্তঃকরণ তথা বুদ্ধিরূপ দর্পণে আভাসিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জীব অভিধায় অভিহিত হন—'আভাসঃ এব চ এষঃ জীবঃ পরস্য আত্মনঃ জলসূর্য্যকাদিবৎ প্রতিপত্তব্যঃ'[১৩]। অর্থাৎ জীব হল অবিদ্যা ও তার কার্য্যভূত অন্তঃকরণাদিতে শুদ্ধচৈতন্যের প্রতিবিম্ব। ব্যবহারিক জগতে জীবকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বলে মনে হয়। জীবে কর্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখীত্ব, দুঃখীত্ব বহুত্ব প্রভৃতি উপাধিজাত ধর্মের আরোপ হয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে— 'আত্মনঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি-সংসার-সম্ভাবনা-অপি ভবতি'[১৪]। তবে অদ্বৈতবেদান্তে জীবকে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ বলে স্বীকার করা হয়েছে। জীব পরমেশ্বরের অংশমাত্র এবং তা থেকে অভিন্ন- 'জীবঃ ঈশ্বরস্য অংশঃ ভবিতুম্ অর্হতি।'[১৫] ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলে জীবকে এখানে ব্রহ্মের ন্যায় নিত্যচৈতন্য স্বরূপও বিবেচনা করা হয়েছে- 'তদেব চেৎ পরং ব্রহ্ম জীবঃ তস্মাৎ জীবস্যাপি নিত্যচৈতন্যস্বরূপত্বম্'[১৬] জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হওয়ায় অদ্বৈতবেদান্ত মতে জীব নিত্য ও বিভুরূপে গৃহীত- 'পরস্য চ ব্রহ্মণঃ বিভুত্বম্ আম্নাতম্, তস্মাৎ বিভুঃ জীবঃ।'[১৭]

তবে অদ্বৈতবেদান্তনয়ে জীব প্রকৃতপক্ষে কোন পৃথক্ সত্তা নয়। মায়ার কার্য্যভূত বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের সঙ্গে শুদ্ধ, ব্যাপক ব্রহ্ম চৈতন্যের সম্বন্ধবশতঃই তিনি জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। জীবের জীবত্ব, সংসারিত্ব আপাতঃ হওয়ায় তার বন্ধ-মোক্ষভাব ও কল্পিত বলে মনে হয়। পারমার্থিকভাবে ব্রহ্মই পরমসদ্রূপে বিবেচিত জীব ব্রহ্মস্বরূপ এবং জগৎ ভ্রান্ত প্রতীতিমাত্র। এখানে কার্যদ্রব্যকে ব্রহ্মের অতিরিক্ত সত্তারূপে স্বীকার করা হয়নি। কার্য্য-কারণ থেকে পৃথক্ বস্তু নয়। অর্থাৎ কারণই একমাত্র সৎ। যেমন মৃত্তিকা হতে ঘটপটাদি বস্তু উৎপন্ন। ঘটপটাদি কার্য্যদ্রব্যগুলি মৃত্তিকা থেকে অতিরিক্ত নয়। ঘটাদি কেবলমাত্র নামাদি বাগব্যবহারমাত্র। তেমনই এক্ষেত্রেও ব্রহ্মের অতিরিক্ত জগতাদি ব্যবহার নামগত ভেদমাত্র-'বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলং ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি, পরমার্থতো মৃত্তিকেত্যেব মৃত্তিকৈব তু সত্যং বস্তু অস্তি।'[১৮]

ব্রহ্মেরস্বরূপ, মায়াতত্ত্ব, জীব ও জগতের স্বরূপ এইরূপে আলোচনার মধ্যদিয়ে বেদান্তে অদ্বৈত মতেরই প্রতিষ্ঠা হয়ে থাকে। আচার্য শঙ্কর দ্বৈতশব্দের ভেদমুক্ত, নানাত্ব প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করেছেন- 'দ্বৈতং নানাত্বং'[১৯]। সুতরাং অদ্বৈতশব্দ নানাত্বরহিত অথবা ভেদরহিত এইরূপ অর্থেই গৃহীত। অদ্বৈতশব্দের নির্বচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- 'দ্বিধেতং দ্বীতমিত্যাহুস্তদ্ভাবো দ্বৈতমুচ্যতে। তন্নিষেধেন চাদ্বৈতং প্রত্যগবস্তভিধীয়তে'[২০]। যা দুইভাগযুক্ত তা দ্বিত, তার ভাব হল দ্বৈত। সেই দ্বৈতের নিষেধ দ্বারা যে প্রত্যগাত্মা অবশিষ্ট থাকেন তিনি অদ্বৈতরূপে কথিত। চরাচর 'ইদং' রূপে যা প্রতিভাত হয় তা বস্তুতঃ ব্রহ্মই। ব্রহ্ম হতে অতিরিক্ত জীব-জগৎ পরমার্থতঃ অভিন্ন বলে 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'। এইরূপে সাধকের অন্তরে ব্রাহ্মীস্থিতি অনুভূত হয়ে থাকে। এইজন্য অদ্বৈতবাদে একমাত্র সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মবস্তুরই পারমার্থিক সত্তা অঙ্গীকৃত, তদ্ভিন্নের যা সত্তা তা মায়ামাত্র। তবে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ যে সর্বোপাধিরহিত, নির্বিশেষ, শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ তা আচার্যশঙ্করের অভিপ্রায় থেকে স্পষ্ট- 'তদব্রহ্মৈকমদ্বয়ং সর্ববিশেষশূন্যম্'।[২১]

অদ্বৈতস্বরূপ ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপজ্ঞানলাভের মধ্যদিয়ে তাঁর সঙ্গে একাত্মতা লাভ বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই অদ্বৈতবেদান্তে 'মোক্ষ' নামে অভিহিত- 'ব্রহ্মভাবশ্চ মোক্ষঃ'[২২]। মোক্ষ পারমার্থিক কূটস্থ নিত্য, নিত্যতৃপ্ত, নিরবয়ব, সর্বব্যাপী- 'ইদং তু পারমার্থিকং কূটস্থ নিত্যং'[২৩] মোক্ষ বা মুক্তি কোন আগন্তুক বা জন্য ধর্মবিশেষ নয় বলে অদ্বৈতবেদান্তে মোক্ষ নিত্যরূপে পরিগণিত হয়েছে। সাধকের অন্তরে মলাদি দোষ তিরোহিত হলে মোক্ষের অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। অদ্বৈত বেদান্তে মুক্ত জীবের তথা সাধকের অবস্থাভেদে জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি স্বীকৃত হয়েছে। আত্মস্বরূপ বিজ্ঞানী সাধক জীবিতাস্থাতেই মুক্ত হলে তা জীবন্মুক্তি এবং দেহপাত ঘটলে তা বিদেহমুক্তি নামে অভিহিত হয়।

ব্রহ্মভাব তথা মোক্ষপ্রাপ্তির নিমিত্ত বেদান্তে সাধনতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এখানে শাস্ত্র নির্দেশিত নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত, উপাসনা ইত্যাদি কর্মানুষ্ঠানের যেমন গুরুত্ব পেয়েছে তেমনই সাধককে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হতেও বলা হয়েছে—'নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্ত-উপাসনা-অনুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-কল্মষতয়া নিতান্ত-নির্মল-স্বান্তঃ, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।'[২৪] নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যাদি শুভকর্মানুষ্ঠানের ফলে সাধকের অন্তঃকরণের পাপাদি মলের বিনাশবশতঃ বিবিদিষা জাগে এবং সাধনচতুষ্টয়ও উপাসনার প্রভাবে বিক্ষেপরহিত চিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তির ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্তি জন্মায়। সাধনচতুষ্টয় হল নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক অর্থাৎ বিচার, ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগ থেকে বৈরাগ্য হল ইহামুত্রফলভোগবিরাগ শম-দম উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধা এই ষটসম্পত্তি এবং সাধকের মুক্তিলাভের ইচ্ছা বা মুমুক্ষত্ব-'সাধনানি-নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামূত্রফলভোগবিরাগঃ শমাদিষটক সম্পত্তিঃ মুমুক্ষুত্বানি।'[২৫] তবে সাধকবিশেষের ক্ষেত্রে শ্রবণাদি সাধনেরও গুরুত্ব পেয়েছে গুরুমুখ হতে বেদান্তবাক্যাদি শ্রবণ তার মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি করে সাধক মোক্ষলাভে সচেষ্ট হন। এখানে নিদিধ্যাসনের পরিপক্কাবস্থাকে সমাধি বলা হয়েছে। সমাধিলাভের সহকারিসাধনরূপে বেদান্তশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গযোগ ও পরিগৃহীত হয়েছে- 'অস্য অঙ্গানি-যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়ঃ।'[২৬]

অদ্বৈতবেদান্তে আলোচিত ব্রহ্ম, জগৎ, জীব প্রভৃতি তত্ত্বের স্বরূপ যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তার অনুরূপ মত শিবপুরাণেও গৃহীত হয়েছে। শিবপুরাণে অদ্বৈতস্বরূপ শিবপুরুষের মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত। পরমেশ্বর শিব এখানে বেদান্তের ব্রহ্মসদৃশ। তিনি ব্রহ্মের মত সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, অতিশয় বৃদ্ধিকারক, সমুভাবাপন্ন ও সর্বব্যাপি বলে ব্রহ্মপদবাচ্য- 'বৃহত্ত্বাদবৃংহণত্ত্বাচ্চ ব্রহ্মাহং ব্রহ্ম-কেশবৌ।[২৭] বেদান্তেও অনুরূপভাবে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞাপিত হয়েছে- 'বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্ত্বাচ্চ আত্মা ব্রহ্মেতি গীয়তে।

শিবব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য আনন্দস্বরূপ। বেদান্তের ব্রহ্মের মত তাঁর আদি, মধ্য ও অন্তের কল্পনা করা যায় না। শিবব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে সত্ত্বাদিগুণরহিত তথা নির্গুণ, সর্ববিধ উপাধিবর্জিত, প্রপঞ্চলেশশূন্য তথা দৃশ্যমান্ উৎপন্ন বস্তুসমুদয়ের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত-

"সত্যং জ্ঞানমনন্তশ্চ চিদানন্দ উদাহৃতঃ।
নির্গুণো নিরূপাধিশ্চ নিরঞ্জনোঽব্যয়স্তথা।।"[২৮]

নির্গুণস্বরূপ বলে তিনি ব্রহ্মের মত বাক ও-মনের অতীত- 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।'[২৯] শিবব্রহ্ম ও ক্ষুদ্র বস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর এবং বৃহৎ আপেক্ষায় বৃহৎস্বরূপ- 'অণোরল্পতরং প্রাহুর্মহতোঽপি মহত্তরম্।'[৩০] পরমেশ্বর ওঙ্কারস্বরূপ্ও অভিহিত- 'ওঙ্কারাখ্যো মহেশ্বরঃ।'[৩১] শিবপুরুষ বস্তুতঃ নির্গুণ স্বরূপ হলেও শিবপুরাণকার বেদান্তের সগুণব্রহ্মস্বরূপের মত শিবব্রহ্মের ও সগুণভাব স্বীকার করেছেন। জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় এর কারণরূপে পরমেশ্বরের সগুণ অবস্থার প্রাপ্তি- 'ময়া রূপং ত্রিধা ভিন্নং নির্গুণং সগুণীকৃতম্।'[৩২] বেদান্তের সগুণ ব্রহ্ম যেমন কল্পিত জগতের উৎপত্ত্যাদির কারণ তেমনই সগুণ শিবব্রহ্মও জগতের উৎপত্ত্যাদির পরমকারণরূপে বন্দিত হয়েছেন- 'যতঃ সর্ব্বং সমুৎপদ্যেৎ যেনৈব পাল্যতে হি তৎ।'[৩৩] তবে সগুণস্বরূপে তিনি জগন্ময় আভাসিত হয়ে থাকেন। অর্থাৎ বেদান্তের ব্রহ্মের মত পরমেশ্বর শিবকেও ব্রহ্মের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন পুরাণকার। এখানে শিবপুরুষ ব্রহ্মসদৃশ, নিত্য, সর্বব্যাপক প্রভৃতি রূপে কল্পিত হলেও তিনি শক্তিমান স্বরূপ। শিব হলেন প্রকাশাত্মক এবং শক্তি তাঁর প্রকাশিকা। শক্তি সহযোগেই পরমেশ্বরের পরমাত্মা এইরূপ অভিধা- 'শিব-শক্তিসমাযোগঃ পরমাত্মেতি নিশ্চিতম্।'[৩৪] শক্তি এখানে আদ্যা বা পরমাশক্তি নামে অভিহিত, যা ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-চিৎ ও আনন্দ এই পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত। ইচ্ছাদি শক্তিত্রয় তাঁর বাহ্য এবং চিৎ ও আনন্দ আন্তর শক্তি। বেদান্তের ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় কিন্তু শিবব্রহ্ম ক্রিয়াশক্তিসমবেত হয়ে সক্রিয়। এছাড়া পরমেশ্বর এখানে সৃষ্ট্যাদি ব্যতীত তিরোভাব ও অনুগ্রহ এই পঞ্চকৃত্যকারী, মহাকালস্বরূপ, এমনকি স্বাতন্ত্র্যস্বভাবের। শক্তি পরমেশ্বরে সমবায়সম্বন্ধে নিত্যসমবেতা থাকে- 'অপরে তু পরাশক্তিঃ শিবস্য সমবায়িনী।'[৩৫]

বেদান্তের মত এখানেও মায়াতত্ত্ব স্বীকৃত। এই মায়া বা অবিদ্যা পরমেশ্বরের শক্তিস্বরূপিণী এবং তা পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপের আবরক। মায়াকে প্রকৃতিরূপেও অভিহিত করা হয়েছে- 'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।'[৩৬] বেদান্তের মায়া যেমন ব্রহ্মস্বরূপকে আবৃত করে নানা বৈচিত্র্যের প্রকাশ ঘটায় তেমনই শিবসমবেতা মায়া তথা শক্তিও পরমেশ্বরের বিশ্বোত্তীর্ণস্বরূপকে সঙ্কুচিৎ জগদ্রূপে তথা জীবরূপে প্রকাশিত করে থাকে। শক্তি অথবা মায়া এখানে একার্থক। মায়াশক্তির আশ্রয় হলেন পরমেশ্বর। মায়াশক্তি সহযোগেই শিব শক্তিমান্। মায়া বা অবিদ্যাবশেই তাঁর নানারূপে অবভাস হয়ে থাকে। তবে বেদান্তের মত মায়াশক্তি এখানে অনির্বচনীয় বা প্রকৃতজ্ঞাননাশ্যা নয়। পরমেশ্বরের মায়াশক্তি আদ্যন্তরহিত ও বিনাশরহিত বলে নিত্যরূপে কল্পিত। এইজন্য বেদান্তদর্শন অপেক্ষা শিবপুরাণে মায়াতত্ত্বের অধিক উপাদেয়ত্ব গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয়।

জগৎ অতিরিক্ত কোন সত্তা নয়, বরং এখানে তা পরমেশ্বরের অংশরূপেই গৃহীত। পরমেশ্বর স্বয়ং প্রমাতা, প্রমাণও প্রমেয়তত্ত্বরূপে স্বীকৃত। জীব পরমেশ্বরের অংশমাত্র বলে তা প্রকৃতপক্ষে শিবস্বরূপ। তেমনই ব্রহ্মাদি তৃণপর্যন্ত দৃশ্যমান সমুদয় শিবস্বরূপ বলে জগৎকে শিবময় কল্পনা করা হয়েছে শিবপুরাণে-

> "ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্তং যৎ কিঞ্চিঅদৃশ্যতে জগৎ।
> তৎ সর্বং শিবতো জাতং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।।"[৩৭]

বেদান্তে দৃশ্যমান জগৎরূপ কার্য্যকে ব্রহ্মের বিবর্ত বা বিকাররূপে অভিহিত করা হলেও এবিষয়ে পুরাণকারের অভিপ্রায় ভিন্ন। তাঁর মতে জগৎ বিবর্ত বা বিকার নয় বরং তা পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তির প্রকাশমাত্র। বিশ্বোত্তীর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বর স্বেচ্ছায় জগন্ময় প্রমেয়াদিরূপ পরিগ্রহ করেন। সৃষ্টির এই অবস্থাকে তাই বিবর্ত না বলে প্রকাশের বিষয় বলা যেতে পারে। বলা হয়েছে- 'বস্তুতস্তু স্বয়ং সর্বরূপেণৈব তু ভাসতে'।[৩৮] বিবর্তের বিষয় সাধারণতঃ ভ্রম বা ভ্রান্তি হলেও এখানে অবভাসের বিষয় যে জগৎ তা শিবস্বরূপ। জগৎ এখানে শিবময়রূপে কল্পিত হলেও পরমাশক্তি সহযোগে যেহেতু পরমেশ্বরের জগদাকারে প্রকাশ তাই জগৎকে শিব-শক্ত্যাত্মক ও বলা হয়েছে- 'শক্তি-শক্তিমদুত্থন্তু শাক্তং শৈবমিদং জগৎ'[৩৯]। কার্য্যরূপ জগৎকে এখানে নাদ-বিন্দুময় ও আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পরমেশ্বর স্বয়ং জ্যোতির্ময় নাদস্বরূপ এবং শক্তি হল বিন্দু। শিব-শক্তি সমাযোগে জগৎ পরিব্যাপ্ত বলে তা এখানে নাদ-বিন্দুময়। শিবপুরাণকার বেদান্তের অনুরূপ কার্যও কারণের অভিন্নত্বকেই স্বীকার করেছেন-

> "কার্য্য-কারণয়োর্ভেদো বস্তুতো নৈব প্রবর্ত্ততে।
> যথা বীজাৎ প্ররোহশ্চ নানাবিধঃ প্রকাশতে।।"[৪০]

শিবপুরাণমতে জগৎ যেমন অতিরিক্ত সত্তা নয় তেমন জীব ও পরমেশ্বর শিবেরই অংশ। জীব এখানে পশু, ক্ষর ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত।[৪১] পরমেশ্বর স্বেচ্ছায় মায়া বা শক্তিবশে জীবভাব বা পশুভাব প্রাপ্ত হন। জীব তথা পশুদশায় পরমেশ্বরের অসর্বজ্ঞত্ব, স্বল্পকর্তৃত্বভাব প্রাপ্ত হয়ে থাকে। এখানে জীব হল পরমেশ্বরের ইচ্ছাকল্পিত ভাব। জীবভাবে পরমেশ্বর সুখ-দুঃখাদি অনুভব করে থাকেন।

অদ্বৈতবেদান্তের মত এখানেও দ্বৈতভাব কল্পিত হয়নি। পরমেশ্বর শিবই একমাত্র পরমসত্তা। তবে ভিন্ন ভিন্নরূপে দৃশ্যমান্ প্রপঞ্চসমুদয়ের যে অবভাস ঘটে তা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানবশতঃ। প্রকৃত শিবজ্ঞানোদয় হলে অজ্ঞানের বিনাশ ঘটে, তখন সাধক সর্বসমুদয়ের মধ্যে শিবভাব দর্শন করেন। তাই কথিত হয়েছে-

> "তথৈবাজ্ঞানজা বুদ্ধিঃ শিবাদন্যত্র যা ভবেৎ।
> এবঞ্চ জ্ঞানদৃষ্টীনাং শিবঃ শিবশিবস্তথা।।"[৪২]

এখানে শিবশব্দের ত্রিরুক্তি থেকে অদ্বৈতবাদের পূর্ণ সমর্থন মেলে। এছাড়াও অদ্বৈতবাদের সমর্থক বহুবিধ উক্তির উপস্থাপনা করেছেন শিবপুরাণকার- "জ্ঞাতা জ্ঞানং তথা জ্ঞেয়ং সর্বং শিবমিদং জগৎ,[৪৩] 'সর্ব্বং শিবময়ঞ্চৈতচ্ছিবঃ

সর্ব্বময়স্তথা'[৪৪]। শিবপুরাণে উপস্থাপিত শিবাদ্বৈত ভাবনা যেন আচার্য শঙ্করের ব্রহ্মাদ্বৈত ভাবনার প্রতিফলন একথা বলা যেতে পারে।

বেদান্তের মত অদ্বৈত স্বরূপ শিবব্রহ্মের প্রকৃতস্বরূপজ্ঞান লাভের মধ্যদিয়ে সাধকের মোক্ষ বা মুক্তির কথা স্বীকার করেছেন শিবপুরাণকার। বেদান্ত মতে মোক্ষপ্রাপ্তিতে সাধকের সর্ববিধ অজ্ঞানাদি দোষ বিনষ্ট হলে যেমন ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়। তেমনই শিবসাধকগণ ও মোক্ষদশায় শিবভাব প্রাপ্ত হয়ে শিবব্রহ্মে লীন হয়ে থাকেন। এখানেও সাধকের দেহপাতের ভিত্তিতে জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি স্বীকৃত হয়েছে—

"তথা সর্ব্বত্রগং শম্ভুং পশ্যতীতি সুনিশ্চিতম্।
জীবন্মুক্তঃ স এবাদৌ দেহে শীর্ণে শিবে লয়েৎ।"[৪৫]

শিবপুরাণে সাধনতত্ত্ব বিষয়ে বিস্তৃত অভিমত পাওয়া যায়। শিবময় জগতের মুমুক্ষু ব্যক্তি শিবসাযুজ্য লাভের জন্য বা শিবস্বরূপ জ্ঞানের আগ্রহে সাধন বিষয়ে জিজ্ঞাসু হয়ে থাকেন। এ জিজ্ঞাসার সমাধানকল্পে পুরাণকার সাধনতত্ত্ব বিষয়ে স্বতন্ত্র অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। শিবপুরাণমতে সাধনতত্ত্ব বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে বিভক্ত এবং আভ্যন্তর সাধনেরই অধিক মহত্ত্ব প্রতিপাদিত। এখানে সাধকবিশেষে যেমন ব্রতানুষ্ঠান, লিঙ্গপূজাদির বিধান রয়েছে তেমনই নিরাকার শিবব্রহ্মের সাযুজ্যলাভের নিমিত্ত কর্মোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান, যোগ, ভক্তিসাধন এই চতুর্বিধ সাধনের উল্লেখ করা হয়েছে। তবে কর্মাদিসাধন অপেক্ষায় এখানে ভক্তিসাধনমার্গের অধিক উৎকর্ষতা স্বীকার করেছেন শিবপুরাণকার। অভিনব কৌশলে জ্ঞান ও কর্ম এই সমুচ্চয় সাধনকেও সমর্থন করেছেন—

"নৈকেন হি মরুদ্বর্ত্মা গচ্ছতীহ যথান্ডজঃ।
কর্ম্ম জ্ঞানমথো দ্বাভ্যামাপ্যতে পরমং পদম্।।"[৪৬]

আকাশমার্গে বিচরণার্থে পক্ষীর পক্ষদ্বয়েরই যেমন প্রয়োজন তেমনই পরমপদ লাভের নিমিত্ত কেবল জ্ঞান অথবা কর্ম নয় বরং উভয়েরই যুগপৎ সাধনত্ব স্বীকৃত। বিশেষতঃ উপনিষদীয় ঋষিবাক্যের- 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন ...'[৪৭] অনুসরণে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে শিবপুরাণকার শিবসাযুজ্যলাভের প্রতি সাধকের অনুসৃত সাধনকে এক অনন্য মাত্রা দান করেছেন।

এইভাবে শিবপুরাণকার দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় বেদান্ত দর্শনের অনুরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলেও ক্ষেত্রবিশেষে স্বকীয় মত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অর্থাৎ বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিত মতের পুনঃ কথন পুরাণকারের অভিপ্রায় নয় বরং সেই সকল মতের উপস্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে পুরাণকারের নিজস্ব মত প্রকাশের মধ্যদিয়ে শিবপুরাণের দার্শনিক ভাবনা সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. তৈত্তিরীয়োপনিষৎ - ২/১/১
২. তদেব, ২/৪/১
৩. তদেব, শিক্ষাবল্লী, অনুবাক-৮
৪. তদেব, ভৃগুবল্লী, অনুবাক-১
৫. শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-৩/৮
৬. বৃহদারণ্যকোপনিষৎ-২/৫/১৯
৭. ছান্দোগ্যোপনিষৎ-৭/২৫/১

৮. বেদান্তসূত্র- ১/৪৩,
৯. ঋগ্বেদসংহিতা-৬/৪৭/১
১০. বেদান্তসার – ৩৪
১১. শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪/১০
১২. বেদান্তসার
১৩. ব্রহ্মসূত্রভাষ্য- ২/৩/৫০
১৪. বেদান্তসার- ৫৩
১৫. ব্রহ্মসূত্র – ২/৩/১৮
১৬. তদেব, ২/৩/১৮।
১৭. তদেব, ২/৩/২৯
১৮. ছান্দোগ্যোপনিষৎভাষ্য ৬/১/৪
১৯. মাণ্ডুক্যকারিকা, ৩/১৮
২০. দ্রঃ ভারতীয় দর্শন পরিভাষা কোষ – পৃ. ৭
২১. বৃহদারণ্যকোপনিষৎ- ২/৪ ভাষ্য
২২. তদেব, ১/১/৪
২৩. ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১/১/৪
২৪. বেদান্তসার- ৬
২৫. বেদান্তসার-১৫
২৬. তদেব, ২০০
২৭. শিবপুরাণ বিদ্যেশ্বরসংহিতা- ৭/৩৭
২৮. তদেব, জ্ঞানসংহিতা – ৭৬/৭-৮
২৯। তদেব, ৭৬/৯
৩০. ২২/১৯
৩১. তদেব, সনৎকুমার সংহিতা ১/২
৩২. তদেব, জ্ঞানসংহিতা ৪/২৯
৩৩. তদেব, জ্ঞানসংহিতা ৭৬/৪
৩৪. তদেব, কৈলাসসংহিতা – ১০/১৩৪
৩৫. তদেব, বায়বীয়সংহিতা পূর্ব ২৫/৩২
৩৬. তদেব, ৪/৯৭
৩৭. তদেব, জ্ঞানসংহিতা ১৭/৬৩
৩৮. তদেব, ৭৮/৬
৩৯. তদেব, বায়বীয় সংহিতা উত্তর ৫/৩৭
৪০. তদেব, জ্ঞানসংহিতা ৭৮/১৫
৪১. তদেব, বায়বীয়সংহিতা পূর্ব ৪/১২
৪২. জ্ঞানসংহিতা ১৮/৫
৪৩. তদেব, ৭৮/২
৪৪. তদেব, ১৭/৬৫ ৪৫. জ্ঞানসংহিতা ৭৮/২৬
৪৬. ধর্মসংহিতা ১৭/৭৩

৪৭. কঠোপনিষদ্ ১/২/২৩

গ্রন্থপঞ্জী:

1. ছান্দোগ্যোপনিষদ্ (১ম ভাগ), দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সম্পাদক), দেবসাহিত্য কুটীর প্রা. লি. কলি- ২০১৪
2. বেদান্তদর্শনম্, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ (সম্পাদক), দেবসাহিত্য কুটীর প্রা. লি. কলি- ২০১০
3. বেদান্তসার, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য (সম্পাদক) আদ্যাপীঠ, বালকাশ্রম, কলি- ২০১৪
4. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়ভূষণ, ভারতীয় দর্শনে মুক্তিবাদ, কলি- ১৯৫৪
5. শিবপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন(সম্পাদক) নবভারত পাবলিশার্স ১৪১৬